বই | জীবনটা সুন্দর হোক উদারতার রঙে
মূল | শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি
অনুবাদক | হাসান মাসরুর
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

# জীবনটা সুন্দর হোক
# **উদারতার রঙে**

শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

জীবনটা সুন্দর হোক উদারতার রঙে

শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
জিলকদ ১৪৪৩ হিজরি / জুন ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ২৫০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

# সূচিপত্র


অবতরণিকা ⁞ ১১

পণ ⁞ ১৩

আমার মায়ের কাঁকন ⁞ ১৪

- ▶ মনুষ্য সুঘ্রাণ ⁞ ১৫
- ▶ একটি সুন্দর হাসি ⁞ ১৭
- ▶ আশ্চর্য কাঁকন ⁞ ১৯
- ▶ মনুষত্বের সাদৃশ্য ⁞ ২১
- ▶ অর্ধ খেজুর নয়, এ যে গভীর মমতা ⁞ ২২
- ▶ আল্লাহকে স্মরণ রাখুন ⁞ ২৩
- ▶ শেষ কথা ⁞ ২৪

অবিস্মরণীয় দোকানদার ⁞ ২৫

- ▶ চেয়ার এগিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত ⁞ ২৮
- ▶ ছায়ায় গিয়ে বসা ⁞ ৩০
- ▶ বাবা ⁞ ৩২
- ▶ অশেষ অশ্রু ⁞ ৩৪
- ▶ চায়ের কাপ ⁞ ৩৫
- ▶ ছাতার মতো হোন ⁞ ৩৬
- ▶ সেতু ⁞ ৩৮
- ▶ একটি দৃষ্টান্ত... একটি নীতি ⁞ ৪০
- ▶ শেষ কথা ⁞ ৪১

একটি মহৎ কথা ⁞ ৪২

- সুদক্ষ পরিকল্পনা ⁞ ৪৩
- মূর্তি উচ্ছেদ ⁞ ৪৫
- গর্তের গভীরে নিক্ষেপ করো ⁞ ৪৬
- শহরের এক প্রান্ত থেকে ⁞ ৪৯
- প্রজ্ঞাময় নীরবতা ⁞ ৫০
- মানদণ্ড পালটে দেওয়া ⁞ ৫১
- প্রতিটি নিশ্বাসে মহত্ত্ব ⁞ ৫৩
- শেষ কথা ⁞ ৫৩

সেরাদের কথা ⁞ ৫৪

- নিকৃষ্ট মিথ্যা ⁞ ৫৮
- খেজুর বাগান ⁞ ৫৯
- কুধারণার সাগর ⁞ ৬০
- শেষ কথা ⁞ ৬১

উদারতা ⁞ ৬৩

- অনুপম নীরবতায় ⁞ ৬৪
- এরপর সে কেঁদে দিল... ⁞ ৬৭
- দরজায় মৃদু করাঘাত ⁞ ৬৯
- রক্তের হরফে লেখা ⁞ ৭১
- পুরুষত্বের ভিড় ⁞ ৭৩
- শেষ কথা ⁞ ৭৪

সুযুতি আমাকে শেখালেন ⁞ ৭৫
- ▶ জীর্ণ বস্ত্রের বিপদ ⁞ ৭৭
- ▶ অনুসৃত হওয়ার ফিতনা ⁞ ৭৯
- ▶ অহংকার পরিত্যাগ ⁞ ৮১
- ▶ অবমাননা ⁞ ৮২
- ▶ স্মৃতি রোমন্থন ⁞ ৮৪
- ▶ শেষ কথা ⁞ ৮৫

শিক্ষক তো সে-ই মানুষ... ⁞ ৮৬
- ▶ মৃত্যুসংবাদ ⁞ ৮৮
- ▶ হঠাৎ সাক্ষাৎ ⁞ ৯০
- ▶ পবিত্র দায়িত্ব ⁞ ৯১
- ▶ কারণ তিনি মানুষ ⁞ ৯২
- ▶ শেষ কথা ⁞ ৯৫

খালি জুসের প্যাকেট ⁞ ৯৬
- ▶ শয়তান বিস্তারিতের ভেতরে ⁞ ৯৯
- ▶ বীরত্ব ⁞ ১০০
- ▶ আদর্শ বন্ধুত্ব ⁞ ১০২
- ▶ অতঃপর সে মারা গেল... ⁞ ১০৩
- ▶ বন্ধুত্ব কয় জনের? ⁞ ১০৫
- ▶ শেষ কথা ⁞ ১০৬

মন্দের বীজ বপন ⁞ ১০৭
- ▶ ব্যক্তিক ইতিহাস ⁞ ১০৯
- ▶ প্রত্যাবর্তন ⁞ ১১২

▶ নিঃস্বতা ⁞ ১১২

▶ বিফলতা ⁞ ১১৪

▶ জান্নাতের সুঘ্রাণ ⁞ ১১৫

▶ নিয়ামতের ভিড়ে ⁞ ১১৭

▶ শেষ কথা ⁞ ১১৮

বেলি ফুল আমায় শেখাল ⁞ ১১৯

▶ জাহিজের অট্টহাসি ⁞ ১২১

▶ মাইগ্রেনের ব্যথা ⁞ ১২২

▶ রসায়নে ঘেরা অবস্থা ⁞ ১২৩

▶ পুরোনো দেয়াল ⁞ ১২৫

▶ আপনার অতীত আপনাকে অভিশাপ দেবে ⁞ ১২৬

▶ মূল্যবোধের যুদ্ধ ⁞ ১২৮

▶ আতরের হালকা ছিটেফোঁটা ⁞ ১৩০

▶ শেষ কথা ⁞ ১৩০

মজলিশের যুদ্ধ ⁞ ১৩১

▶ চিন্তাধারা, না খাওয়ার বড়ি! ⁞ ১৩৩

▶ চিন্তাচর্চার স্বরূপ ⁞ ১৩৪

▶ শেক্সপিয়ারের জনপ্রিয়তার আসল রহস্য ⁞ ১৩৪

▶ হইচই ⁞ ১৩৭

▶ বীরত্ব ⁞ ১৩৮

▶ ফকিহুন নফস ⁞ ১৪০

▶ তুমি তো কুফরি করে বসলে! ⁞ ১৪১

▶ চপেটাঘাত ⁞ ১৪২

- সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ ⁞ ১৪৩
- শেষ কথা ⁞ ১৪৪

বারগুমি ফল ⁞ ১৪৫

- নুনের ছিটা ⁞ ১৪৮
- সংযমী হোন ⁞ ১৪৯
- একটু ভ্রুকুটি করুন ⁞ ১৫০
- মূল্যবান উপহার ⁞ ১৫১
- হৃদয় শুকিয়ে যাওয়া ⁞ ১৫২
- শেষ কথা ⁞ ১৫৩

পরিশিষ্ট ⁞ ১৫৪

উপসংহার ⁞ ১৭৬

কৃতজ্ঞতা ⁞ ১৭৮

بسم الله الرحمن الرحيم

# অবতরণিকা

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله- اما بعد...

এখানে এমন কিছু প্রবন্ধ আছে, যেগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে কাছাকাছি সময়ে লিখেছি। প্রবন্ধগুলোর একটির সাথে অপরটির সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। একটি অপরটির পরিপূরক বলা চলে। এগুলোর প্রকৃতি একই রকম। আর এ কারণে এলোমেলো আর অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে থাকা এসব প্রবন্ধকে সুন্দরভাবে একত্রিত করে একটি বই আকারে পাঠকের সামনে নিয়ে আসতে উৎসাহ পাই।

জীবনপরিক্রমায় আমার সাথে বা আমার পরিচিত কারও সাথে ঘটিত কিছু কথা এখানে তুলে এনে সেসব কথাকে নিজের বহু বছরের অভিজ্ঞতার মিশেলে এরপর সেই সাথে কুরআনের আয়াত বা হাদিসের কথা বা প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী দিয়ে কিংবা কবির সারগর্ভ পঙ্ক্তিতে অথবা ভগ্ন হৃদয়ের আকুতি বা উজ্জ্বল মুচকি হাসিতে সাজিয়ে তুলে ধরেছি।

এরপর এগুলোকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেছি, যাতে তা সবার জন্য সহজ ও বোধগম্য হয়, প্রাথমিক পর্যায়ের কারও জন্যও যেন তা বুঝতে অসুবিধা না হয়।

এ বইতে আমি মা ও তার নরম হৃদয়ের কথা বলেছি; বাবা ও তার উষ্ণ ভালোবাসার কথা এনেছি; এনেছি শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি তার সদয় আচরণের কথা; এনেছি ভাই-ভাইয়ের মধ্যকার ভালোবাসা, স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ভাগাভাগি করে নেওয়ার কথা; আরও এনেছি সে বন্ধুর কথা, যার অস্তিত্বের কারণে জীবন হয় সুন্দর ও সুখময়।

এখানে যেমন বিবিধ মহৎ কথা তুলে ধরেছি, তেমনই উল্লেখ করেছি আমাদের আশপাশে বিরাজমান বিভিন্ন মন্দাচারের কথাও। বলেছি উদারতার কথা। মানুষের হৃদয়কে ভরিয়ে দেওয়া কল্যাণের কথা। বলেছি কিছু অন্তরের রোগের কথা। বলেছি তার নিরাময়ের কথাও।

এ বইতে আমি আশ্চর্য সব কল্পকাহিনি বা অদ্ভুত গালগল্প আনিনি, কিংবা আনিনি কিংবদন্তির আখ্যান; বরং চেষ্টা করেছি সেসব দৃশ্য নিয়ে কথা বলতে, যা আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে, প্রতিনিয়ত আমরা যেসব কিছুর সম্মুখীন হই। আমি বরং ঘটিত-ঘটমান সেসব দৃশ্যকে একটি বিশেষ চশমায় অবলোকনের চেষ্টা করেছি—যে চশমার রং ভিন্ন; যা আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার রঙে রঙিন।

কোনো প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত বিষয় উল্লেখ করে তাকে একটা কাঠামোতে নিয়ে এসে কিছু উদাহরণ দিয়েছি বা আরও স্পষ্ট করে সেটাকে আলোকপাত করেছি। ঘটনার ভেতরে দেখার চেষ্টা করেছি, সেসব তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

(প্রিয় পাঠক) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আপনাকে এ বইতে আপনার প্রত্যাশিত বিষয়টি পাইয়ে দেন—যদি তা নাও হয়, তবে ক্ষমা করবেন, দুআয় স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ আমাকে-আপনাকে ক্ষমা করে দিন।...

আলী জাবির আল-ফাইফি
০৯/০৪/১৪৩৮ হিজরি

## পণ

মা আমার, আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, সব সময় বিশ্বস্ত থাকব।

আপনার সকল মায়া-মমতা ও ভালোবাসার দাবি পূরণ করব।

আমার অন্তরে বুনে আছে আপনার স্বপ্ন,

আমার সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে আপনার অবদান।

আপনার বলা সেসব গল্প আমার আশার আলো,

যা আমার জীবনবাগানকে করেছে গোলাপের ন্যায় সুন্দর-সুশোভিত।

রাতের বেলায় আপনার সেসব দুআ আমার রক্ষাকবচ,

সেসব দুআর ফসল এখনো আমি পাই।

আমার মা, জীবনের প্রথমবার আপনি আমাকে বুকে জড়িয়ে নেওয়ার

সে উষ্ণ মমতা এখনো আমি অনুভব করি।

এখনো সেসব ভালোবাসা অনুভূতিতে বিরাজ করে,

যেন কোনো সঞ্জীবনী এখনো শক্তি দেয় আমায়।...

## আমার মায়ের কাঁকন

আমার মায়ের এত বেশি সম্পদ ছিল না যে, তা দিয়ে তিনি আমার সব আবদার মেটাবেন! কিন্তু তার অনেক বড় একটি হৃদয় ছিল। তিনি আমার সব স্বপ্ন পূরণ করতে না পারলেও আমাকেই নিজের স্বপ্ন বানিয়ে নিলেন আর আমাকে গড়ার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।...

আপনি যদি ধনী হন, তাহলে ইচ্ছে করলে কাউকে অনেক বড় জিনিস দিতে পারেন, বড় বড় উপহার দিতে পারেন, বড় অঙ্কের সদাকা করতে পারেন। কিন্তু অবস্থা ঠিক উলটো হয়ে যাবে, যদি আপনি দরিদ্র হন। তখন আপনি চাইলেও বড় কিছু কাউকে দিতে পারবেন না, কাউকে বড় বড় উপহার দেওয়াও সম্ভব হবে না। তখন আপনি অন্যের জন্য কিছু করতে চাইলেও ছোট ও সামান্য কিছু করতে পারবেন। ছোট ও সামান্য উপহার অবশ্য তেমন মর্যাদা পায় না, যেমন পায় বড় আকারের কোনো উপহার।

কিন্তু আপনার ছোট ছোট উপহারের সাথে যদি কিছু জিনিস যুক্ত করে দেন, তাহলে সে ছোট উপহারও বড় ও মহান হয়ে উঠবে!

হ্যাঁ সত্যি বলছি!

জানতে চান, সে জিনিসটা কী?

## মনুষ্য সুঘ্রাণ

১৪০৪ হিজরি। আমি তখন তাবুক শহরের একটি মাদরাসার প্রাথমিকের ছাত্র। এতিম, দরিদ্র এক ছেলে। আমার বাবা নেই যে, অন্য শিশুরা বাবার কাছে যেমন আবদার করে তেমন আবদার করব! অতিবাহিত সে দিনগুলোতে আমার এমন বাবা ছিল না যে, শৈশবে আমি যার কোলে মাথা গুঁজিয়ে সুখ নেব।

ওদিকে আমি তখন 'হাইদি' কার্টুন সিরিজ দেখছি আর ঠান্ডা চায়ে বিস্কুট চুবিয়ে খাচ্ছি। তখন আমার মনে বাবার এমন একটি চিত্র আঁকা ছিল, যা ছিল কষ্ট আর বিক্ষিপ্ত চিন্তায় ভরা। কেবল এতটুকুই যে, কষ্ট আর উদ্বেগের বাইরে কিছুই খুঁজে পেতাম না আমি।

এদিকে আমার মায়ের এত বেশি সম্পদ ছিল না যে, তা দিয়ে তিনি আমার সব আবদার মেটাবেন! কিন্তু তার অনেক বড় একটি হৃদয় ছিল। তিনি আমার সব স্বপ্ন পূরণ করতে না পারলেও আমাকেই নিজের স্বপ্ন বানিয়ে নিলেন আর আমাকে গড়ার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

আমার ক্লাসের এক ছাত্র 'আব্দুল্লাহ কাসিম'। একদিন দেখলাম, সে ব্যাগ থেকে স্যান্ডউইচ বের করছে, যার ভেতর আশ্চর্য কালো রঙের কী যেন লাগানো। তার কয়েক দিক থেকে যেন মাখামাখা তেল গড়িয়ে পড়ছে।

দেখেই মনে হলো, বেশ সুস্বাদু হবে। তখন আমি মলিনমুখে কষ্টভরা নয়নে সেদিকে তাকাতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, না জানি খাবারটা কত মজার! মনে হয়, আমার সে সহপাঠী আমার চোখে এক এতিমের চাহনি দেখতে পায়, যে বড়ই শীর্ণকায় আর যুদ্ধ করছে কঠিন দুই সৈন্যদলের বিরুদ্ধে—এক. তীব্র ক্ষুধার সৈন্যদল। দুই. প্রবল লোভের সৈন্যদল।

আমার সেই সহপাঠী আমাকে তার স্যান্ডউইচটি ভাগ করে দিল। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, সে তো কেবল একটি স্যান্ডউইচ নয়; বরং তার সম্পদকে দুই ভাগ করে এক ভাগ আমাকে দিল। আমাকে তার সাম্রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দিল। মুতানাব্বির কাছে কাফুর ইখশিদি যতটা সম্মানিত ছিল, সে আমার চোখে তার চেয়েও বেশি সম্মানিত হয়ে গেল। আমি সে অর্ধেকটা খেলাম। এমন স্যান্ডউইচ খেয়ে আমি কতটা মুগ্ধ হলাম, তা তাকে জানালাম।...

পরের দিন আমি সব ভুলে গেলাম। আমি তখন জানতামও না যে, এমন কিছু আসলেই ভুলে যাওয়া উচিত কি উচিত নয়। কিন্তু আরেকজন কিন্তু ভুলেনি। আরেকটা অন্তর এক এতিমের কথা মনে রেখেছে।

হঠাৎ খেয়াল করলাম আব্দুল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এরপর সে তার ব্যাগ থেকে দুটি স্যান্ডউইচ বের করল! আমি তার দিকে চেয়ে থাকলাম। তখন সে আমাকে বলল, তার মা আজ দুটো বানিয়ে দিয়েছে। একটা তার জন্য, আরেকটা আমার জন্য! আমি তখন বেশ আনন্দ অনুভব করলাম। অনুভব করলাম আমাকে ভালোবেসে জড়িয়ে নিয়েছে কেউ।...

আব্দুল্লাহর মা হয়তো চাচ্ছিলেন, আমি যেন সে সুখানুভূতি থেকে বঞ্চিত না হই, যেটা গতকাল পেয়েছিলাম। এ জন্য তিনি আমার প্রতি তার দয়া দেখালেন, আমাকে তার ছেলের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। থাইম দিয়ে তৈরি সে স্যান্ডউইচ আমার সব সময়কার জন্য বরাদ্দ হয়ে গেল; যদিও আমি সে নারীর নাম জানতাম না—এমনকি তিনিও আমার নাম জানতেন না; আমার

মুখাবয়ব কেমন, সেটাও দেখেননি তিনি; আমি মানুষের সামনে কতটা হীনতা অনুভব করতাম, সেটাও জানতেন না তিনি।

কিন্তু তার ভেতরের মহান মানবিক সত্তা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমার ভেতরের দুর্বল সত্তার জন্য সামান্য হলেও একটা কিছু করার। কিন্তু সে সামান্য কিছুই আমার কাছে অমৃত ছিল। কারণ আব্দুল্লাহর মা তার হাতে তৈরি ছোট্ট স্যান্ডউইচের সাথে হালকা মনুষ্য সুঘ্রাণ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

## একটি সুন্দর হাসি

মানুষের সুঘ্রাণ এক ধরনের বিশেষ সুগন্ধি। যখন আপনি এ সুঘ্রাণ কোনো কিছুর সাথে মিশিয়ে দেবেন, তখন সেটা অনন্য কিছুতে বদলে যায়। কিছু অর্থ হয়ে যায় মহৎ দান। কিছু খেজুরে গড়ে ওঠে বড় বড় বাগান। মুচকি হাসি হয়ে যায় আশার স্থান। থাইমের স্যান্ডউইচ হয়ে যায় অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

'তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তোমার মুচকি হাসা সদাকা'-র ধর্ম, এ ধর্ম সাধারণ কাজকর্মকেও মহান কিছুতে, অলৌকিকতায়, আশ্চর্য ম্যাটাফিজিক্সে বদলে দেয়।

এ মুচকি হাসির মূল্য সে দুনিয়াতে কিছুই না, যে দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে :

أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا *** فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا

> 'কেউ যেন আমাদের ভুলে না যায়, নচেৎ আমরাও তার কথা মনে রাখব না।'

যে দুনিয়ার বস্তুগত নিয়ম এমন, সেখানে একটি মুচকি হাসি সদাকা, দান, ভালোবাসার উষ্ণতা।

একবার এক রেস্টুরেন্টের কর্মচারীর সাথে আমার ঝগড়া বাধে। আমি দেখলাম তার চেহারায় বেশ রাগের ছাপ। সেদিনের সে ঝগড়ার পর আমি আর সেই রেস্টুরেন্টে যাইনি। এভাবে কয়েক মাস কেটে যায়।

একদিন সাহস করে গেলাম সেখানে। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল তার সাথে যেন আমার দেখা না হয়। আমি তার দিকে তাকাব না। কিন্তু আমার চোখের চোরা চাহনিতে একটা ঘটনা ঘটে গেল! আমি একটা চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। আমি দেখলাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। সেদিন যে চেহারা দেখেছি, এবার তেমনটা দেখিনি; বরং এবারের চেহারা একেবারে ভিন্ন—যেন নতুন বৈশিষ্ট্যের নতুন অবয়বের কোনো মানুষ। তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা ছিল এমন যে, যাতে মন জুড়ায়, হৃদয় বিজিত হয়।...

তার সে সুন্দর হাসি আমাদের আগের ঝগড়ার কথা ভুলিয়ে দিল। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার সাথে মুসাফাহা করলাম। কবি যেমন বলেছেন :

'আজ থেকে আমরা গভীর বন্ধু হলাম।

অতীতের সব ক্লেশ ভাঁজ করে রাখলাম।

যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি।

তুমিও কিছু বলোনি, আমিও কিছু বলিনি।

তোমাকে ছেড়ে থাকা অনেক হয়েছে,

তুমিও শূন্যতা অনুভব করেছ, আমিও করেছি।'

হ্যাঁ, আপনি যখন আপনার কথাকে মুচকি হাসিতে ফুটিয়ে তুলবেন, আপনার দৃষ্টিকে দয়ায় মাখিয়ে নেবেন, আপনার কর্মকে আপনার সুঘ্রাণে ভরিয়ে দেবেন—তখন আপনি এ মূলমন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিসও অর্জন করতে পারবেন, আপনার দেওয়া যেকোনো সামান্য জিনিসও তখন চমকাবে, অনুপম মনে হবে, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

রাসুল ﷺ সত্যই বলেছেন :

وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

'তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি সদাকা।'[১]

.....................................

১. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮৯১; হাদিস সহিহ।

এটা সদাকা, কারণ এটা ব্যয় করা হয়েছে। এটা সদাকা, কারণ এটার জন্য প্রতিদান আছে। এটা সদাকা, কারণ এটা সত্য!

কোনো মিথ্যুক কখনো আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে পারবে না। হ্যাঁ, সে কেবল মুচকি হাসার অভিনয় করবে, দাঁত বের করবে। কিন্তু দাঁত বের করা এক জিনিস, আর মুচকি হাসা ভিন্ন জিনিস।...

## আশ্চর্য কাঁকন

আমার জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অবদান যার, আমার মা, একদিন আমার দারিদ্র্যে জর্জরিত ঘরে এলেন। আমি তার চোখে এমন কিছু দেখলাম, দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেলেও ওটা যদি তার চোখে না দেখতাম! আমি দেখলাম, তার চোখে আমাকে সাহায্য করার জন্য এক ছায়াপথ দীর্ঘ ইচ্ছা ও আশা। আমার সহযোগিতায় যেকোনো কিছু করতে তিনি প্রস্তুত; অথচ তার হাতব্যাগে নিজের গাড়ির জ্বালানি কেনার মতো অর্থও ছিল না!

আমার মা খুবই ভালো। তার ভেতরটা মমতায় ভরা। ধনী নারী হওয়ার মতো সবকিছু তার ছিল না ঠিকই; কিন্তু একজন মা হওয়ার জন্য যা লাগে, তার মধ্যে সেসবের কোনোটারই অভাব ছিল না।

আমার মায়ের কাছে তিনটা জিনিস ছিল : একটি ভালো অন্তর, সত্য দুআ ও একটি স্বর্ণের কাঁকন।

বিদায়বেলায় তিনি নিজের হাতের বালাটা খুলে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। বালার সাথে মিশিয়ে দিলেন তার অন্তরের ভালোবাসা। সেটাই তো আমার কাছে স্বর্ণের চাইতেও দামি ছিল।

তিন বছর যাবৎ আমার অবস্থা উন্নতি-অবনতির মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর সে কাঁকন আমার কানে যেন ফিসফিস করে বলে দিচ্ছিল, 'আমি এই তো তোমার সামনে। যখনই তুমি চাও, আমাকে বেচে দাও।' অবস্থা যখন আরও খারাপ হলো, কাঁকনের ফিসফিস করে বলাটা যেন চিৎকারে পরিণত হলো। কিন্তু তখনও আমি আঁকড়ে ছিলাম সেই আশ্চর্য কাঁকন। ছোট শিশু ব্যস্ত রাস্তায়

লোকসমাগমের মাঝে যেভাবে তার মায়ের হাত ধরে রাখে, ঠিক তেমনই যেন আমিও সে কাঁকন ধরে আছি।

আমি কাঁকনের দিকে তাকিয়ে থাকি, যেন তা আমার মায়ের ছায়া। এ যেন কাঁকনের আকৃতিতে আমার মায়ের হৃদয়। এ যেন মমতাময়ী মায়ের সে-ই দুআ, যা একটু পরই কবুল হবে।

যখনই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম, অতিশয় দারিদ্র্য আমাকে ঘিরে ধরত, আমার অভাব যেন আমাকে বলত, 'কাঁকনটা বিক্রি করে দাও।' কিন্তু আমার হৃদয় বলত, 'না, এটা ধরে রাখো। এটা তোমার শীতের রাতের উষ্ণতা, এটা তোমার বিপদকালের নিরাপত্তা। এ কাঁকন তোমার জন্য মায়ের কোল, মায়ের অন্তর, মায়ের দুআ। এ যেন তোমার মায়ের ছায়া।...'

যখনই কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতাম, তখনই আমি আমার মায়ের কাঁকনের কথা স্মরণ করতাম, নিমিষেই মন ভালো হয়ে আমার মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠত। যখন দেখতাম, আমার পকেটে মাত্র অল্প কিছু টাকা, তখন মনে পড়ত ঘরে তো কাঁকনটা আছে, আর আমি আশা পেতাম।

আমার কাছে মনে হয়নি যে, কাঁকনটি কোনো অর্থ উপার্জনের মাধ্যম—যেটা বেচে দিলেই কিছু নগদ অর্থ আমার হাতে চলে আসবে, আমার অভাব ঘুচে যাবে। বরং সেটা আমার জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে স্পর্শ, দৃঢ়তা, উষ্ণতা, ভালোবাসাসহ আরও অনেক কিছু।

বছর-তিনেক পরের কথা। আল্লাহ আমার জন্য সব সহজ করলেন। আমি তখন আমার মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতে তখন কিছু একটা ছিল। তার ধারণা, আমি কাঁকনটা বহু আগেই বিক্রি করে দিয়েছি। আমি যখন হাত মেলে তার দিকে সেটা এগিয়ে দিলাম, তার মূল্যবান হাতে সেটা তুলে দিলাম, তখন যা হওয়ার তা-ই হলো।

মনুষ্য সুঘ্রাণ এবং মায়ের সুবাস ও দয়া সে কাঁকনটাকে এতটুকু পৌঁছে দিল যে, সেটা আমার স্বপ্নকে লালন করতে থাকে, আমার স্বপ্নকে তাপ দিয়ে আরও বেশি সুন্দর করে তোলে আমার কাছে।

যে যুগে অনেক মা তাদের ছেলেদের বেশ দামি দামি ঘড়ি, মূল্যবান গাড়ি, মনোরম বাড়ি উপহার দিত, সে যুগে আমার মা নিজের মাতৃত্বের ব্যথা ঘোচানোর জন্য বেশ দামি কিছু না দিতে পেরে সন্তানকে আপন হাতের কাঁকন খুলে দিলেন। সত্যিই, মায়ের সে কাঁকন তার ভালোবাসার মিশেলে আমার জন্য হয়ে গিয়েছিল অনন্যসাধারণ এক বস্তু! বস্তুত মনুষ্য সুঘ্রাণ আর অনুভূতির মিশেলে সাধারণ জিনিসও যে কেমন অসাধারণ হয়ে ওঠে, সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

## মনুষত্বের সাদৃশ্য

মানুষ আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনের মালিক। আপনার কাছে এমন কিছু আছে, যাকে কেবলই 'মানবিকতা' নামে ভূষিত করা যায়। যখনই আপনি এটাকে ছোট কিছুতেও মিশিয়ে দেবেন, তখনই সেটা বড় ও মহান কিছু হবে।

এক শিশু দুই গর্তের কিনারা ধরে শুয়ে গেল নিজেকে সেতু বানিয়ে। উদ্দেশ্য তার ছোট বোন তার ওপর দিয়ে গর্ত পার হবে। এটা যে কত মহান দৃষ্টান্ত, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এটাই সে বস্তু, যা একটা ছোট কাজকে এত বড় করে দিল।

আবার কোনো পথশিশুকে আপনি এক ডলার দিলেন। সেটা তো আদতে একটা ডলার; কিন্তু সেই এক ডলার ওই শিশুর জন্য এমন, যেন আপনি তাকে গুপ্তধনে ভরা তিনটি সাগরসমেত একটি মহাদেশ দিয়ে দিয়েছেন!

যে মহত্ত্বের বলে একজন মানুষ মানুষ হয়, যখনই আপনি সে মহত্ত্ব থেকে দূরে সরতে থাকবেন, তখন আপনি একটা মূল্যবান বস্তু থেকে মাটির মূর্তিতে পরিণত হয়ে যাবেন। যার মধ্যে কিছুটা সৌন্দর্য তো থাকবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াই তার নিয়তি।

আমার এক বোনের কথা বলছি। তার অন্তরটা সত্যিকারার্থে একজন মানুষের অন্তর ছিল। যখন সে আমাদের দেখতে আসত, তখন কৃত্রিম রঙিন প্যাকেজিং করা বড় বড় উপহার আনত না; বরং তার উপহারগুলো ছিল বাড়িতেই তৈরি ও বাড়িতেই পাওয়া যায় এমন সহজলভ্য। যেমন : ফ্রিজের ভেতর রাখা ফল,

অথবা সহজে তৈরি করা যায় এমন জুস বা কেক-পিঠা। এগুলোই সে সাথে নিয়ে আসত। কিন্তু আমি তার এসব উপহারে এতটা স্বাদ পেতাম যে, যার সাথে শ্রেষ্ঠ কারিগরের হাতে তৈরি মিষ্টির স্বাদের তুলনাই চলে না। তার সেসব জিনিসের স্বাদ ছিল অনন্য। কারণ সেখানে সে হরেক রকমের মজাদার কৃত্রিম উপাদান না দিলেও মিশিয়ে দিত মানবতা আর পরম মমতা।...

একই জিনিস আমার-আপনার-সকলের কাছে আছে। প্রয়োজন শুধু এ জিনিসটা আমাদের কথায়, হাসিতে, কাজেকর্মে মিশিয়ে দেওয়া। যাতে চারদিক দূষিত হয়ে যাওয়া এ জীবনে আবার প্রাণ ফিরে এসে সতেজতা অনুভূত হয়।...

## অর্ধ খেজুর নয়, এ যে গভীর মমতা

এক নারী তার ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে আয়িশা ﵂-এর কাছে এলেন। আয়িশা ﵂ মেহমানদের আপ্যায়নের মতো তেমন কিছু পেলেন না। কেবল তিনটি খেজুর তাদের দিতে পারলেন। দুই মেয়ে দুটো খেজুর খেল। এদিকে তার মা তখন আয়িশা ﵂-এর সাথে কথায় ব্যস্ত। ওদিকে মেয়েদুটোর চোখ তৃতীয় খেজুরটির দিকে। মা তা বুঝতে পারল। নিজে না খেয়ে তা মেয়েদুটোকে ভাগ করে দিল।...

নবিজি ﷺ বাসায় আসলে আয়িশা ﵂ তাঁকে এ ঘটনা খুলে বললেন। নবিজি ﷺ এ কাজ খুবই পছন্দ করলেন এবং বললেন, (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সদাকা করে হয়।'[২]

এ তো কেবল খেজুরের একটা টুকরো নয়; বরং এটা পেটের ভেতর জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেওয়া খাদ্য!

এটা কেবল খেজুরের একটা টুকরো নয়; বরং এটা তো ইনসাফ ও মানবিক স্নেহ মেশানো খাবার!

যদি আমরা এ খেজুরের টুকরোকে সম্পদ দিয়ে মাপতে যাই, তাহলে এ অর্ধাংশের কতটুকুই বা দাম হবে? কিন্তু আমরা যখন এ অর্ধ খেজুরকে ইনসাফ,

২. সহিহুল বুখারি : ১৪১৭, সহিহু মুসলিম : ১০১৬।

দয়া, মানবিকতার মিশেলে প্রস্তুত করি, তখন কতটুকু মূল্যবান হবে সেটা? সেটা তো মহা মূল্যবান কিছুতে পরিণত হবে, যার প্রতিদান কেবল আসমানেই পাওয়া যায়, জমিনে পাওয়া সম্ভব নয়।

এ জন্য সব সময় বস্তুগত মাপকাঠিতে সবকিছু মাপলেই হয় না। যে আপনাকে অর্থ-সম্পদ দেয় না, সে আপনার জন্য তার কাছে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাখে, এর চেয়ে মূল্যবান কিছু রাখে, এর চাইতেও দামি কিছু রাখে। তার থেকে আপনি অর্থ-সম্পদের চেয়েও দামি কিছু নিতে পারবেন।...

## আল্লাহকে স্মরণ রাখুন

আপনার সন্তানকে বহুমূল্য উপহারে অভ্যস্ত করবেন না; যদিও দামি দামি উপহার কেনা আপনার জন্য সহজসাধ্য হয় তবুও না। বরং তাদের এমন উপহার দিয়ে অভ্যস্ত করুন, যে রকম উপহার তারাও আপনাকে দিতে পারবে।

আর উপহারের মর্ম বাড়িয়ে দেয় এমন কিছু লেখাজোখা উপহারের সাথে যুক্ত করে দিন। হৃদয়ের গভীর থেকে কিছু ভালোবাসার কথা লিখে উপহারের সাথে উপস্থাপন করুন। তাহলে এসব উপহারই তাদের কাছে অমূল্য হয়ে উঠবে। এ ধরনের উপহারই তাদের কাছে হয়ে উঠবে অবিস্মরণীয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ পারতেন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-কে একটা বাগান উপহার দিতে বা দিতে পারতেন একটা তলোয়ার কিংবা একটা ঘোড়া। কিন্তু তিনি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-কে নসিহত করে বললেন :

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ،
إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ،

'হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে, আল্লাহকে তুমি কাছে পাবে। যখন তোমার কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন

আল্লাহর কাছেই চাও। যখন সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।'[৩]

আমাদের দৃষ্টিতে হয়তো এগুলো স্রেফ কিছু কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো তো জীবন চলার পাথেয়। গোটা জীবনের সম্বল।

এ বাণীগুলোই ইবনে আব্বাসকে ইবনে আব্বাস বানাল। এত বড় আলিম বানাল। এ বাণীই সব সময় ইবনে আব্বাস ﵄-কে আচ্ছন্ন করে রাখত। তাঁকে পথ দেখাত। অবশেষে এ বাণীই ইবনে আব্বাস ﵄-কে এমন বানাল, যেন তাঁর মুখ থেকে মুক্তো ঝরে। কারণ তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার পেয়েছিলেন স্বয়ং রাসুল ﷺ থেকে। আর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার ছিল রাসুল ﷺ-এর মুখ-নিঃসৃত বাণী।

কিছু জিনিসকে হয়তো আপনি সাধারণ ও মূল্যহীন মনে করেন; কিন্তু এই সামান্য জিনিসই যখন আপনি ভালোবাসার আবরণে মুড়ে কাউকে উপহার দেন, সেগুলোই তার কাছে সারা জীবনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে।

কেন কিছু লোক আমাদের এমন কিছু জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো আমরা বলতে বা উপহার দিতে উদ্যমী হই না; অথচ মানুষ সেসব দামি জিনিস কদিন পর ভুলে যায়? আসলে, মানুষ আপনার পকেটের অর্থকড়ি চায় না। মানুষ চায় আপনার হৃদয়ে কী আছে সেটা। তাই মানুষকে হৃদয়ের স্পন্দন দিন, ভালোবাসা দিন, সত্য অনুভূতি দিন।

## শেষ কথা

আপনি মানুষকে যে উপহার দেন, সেটার বাহ্যিক সৌন্দর্যটাই আসল নয়। মানুষকে দেওয়া উপহারের সাথে আপনার প্রাণের সতেজতা ও অনুভূতির মাঝেই আসল সৌন্দর্য লুক্কায়িত। মানুষের কাছে এমন অনুভবশক্তি আছে, যার মাধ্যমে সে সহজেই বুঝতে পারে, কোনটি প্রাণবন্ত উপহার আর কোনটি এমন নয়।

৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৫১৬; হাদিস সহিহ।

## অবিস্মরণীয় দোকানদার

আপনার আশপাশে এমন বহু মানুষ আছে, যারা আপনার নিকটের মানুষ হওয়ার কারণে আপনার বহু উপকার করছে আপনার অজান্তে। তারা এখন যতটুকু দূরত্বে আছে, যদি এর চেয়ে বেশি দূরে সরে যায়, তাহলে আপনি কতটুকু ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।